সেলিম রেজা নিউটন

হুক্কাহুয়া শেয়ালের জন্য সুন্দর, মানুষের জন্য অসুন্দর



দুই-এক দিন আগে ফেসবুকে একটা গ্রাফিক-মতো জিনিস পোস্ট করেছি। তাতে লেখা ছিল: “নো হাংকি নো পাংকি, শেখা বুলি আওড়ানো অ্যানার্কি ইজ লেস দ্যান এ সার্কাস-প্রশিক্ষিত মাংকি”। কহতব্য বিষয় বোঝা-ই যায়। কিন্তু আজকে হঠাৎ খেয়াল করলাম, ফেসবুক মেসেঞ্জারের আমার খুবই কাছের বন্ধু, আমার পছন্দের একজন লেখক, সেই গ্রাফিক-কর্ম নিয়ে জিজ্ঞাসু হয়েছেন। তাঁর প্রশ্ন প্রথম পলকে বুঝতেই পারি নি। কারণ উত্তর অতি সহজে আন্দাজযোগ্য। পরের পলকে দুশ্চিন্তা হলো, প্রশ্নটা বোধ হয় অন্য জায়গায়। তারপর তাঁর সাথে কথা বলতে গিয়ে বুঝরাম আমার দুশ্চিন্তা বাস্তব। সামান্য কথা। নিচে টুকে দিচ্ছি। তাঁর অনুমতি নিই নি। কারণ তাঁর নাম ব্যবহার করছি না এখানে। অর্থাৎ সকল চরিত্র কাল্পনিক।

#লেখকবন্ধু: এই পোস্টারের টার্গেট কারা নিউটন? মানে শেখা বুলি এনার্কিস্ট

কারা?

#নিউটন: ঠিক কী জানতে চাচ্ছ, বলো তো? ধরতে পারছি না। সব ফেরকাতেই তো শেখা বুলি আওড়ানো কিছু প্রাণী আছেন, যাঁরা অর্ধ-আত্মস্থ মুখস্থ বুলি আউড়ে চলেন। সেরকম প্রবণতা নৈরাজ্যনামধারীদের মধ্যেও এক-আধটুক দেখছি।

#লেখকবন্ধু: মুখ্যত .. আসলে নৈরাজ্যবাদী ক্লেইমার কারা বাংলাদেশে সেটাই আমার অজানা .. মানে লক্ষ্য করিনি .. অবশ্যই প্রকাশ্য তোমার অবস্থানের বাইরে বলছি .. সেজন্যই প্রশ্ন

#নিউটন: জানার চেষ্টা করো বন্ধু, যদি জানতে চাও। আমি কারো নাম বলতে পারব না। আমি নিজেকে নৈরাজ্যবাদী বলি না। শুধু এই কথাটা বলার জন্য ফেসবুকে বড়ো একটা নোট লিখেছি। আমার নয়া মানবতাবাদ ও নৈরাজ্য বইতেও সে কথা বলেছি। নিজেকে নৈরাজ্যবাদী না বলাটা আমার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটা কৌশল না, প্রাথমিক নীতিগত প্রশ্ন। বলশেভিক সমাজতন্ত্রের প্রশ্নে আমিও অনেক দিন শেখা বুলি আউড়েছি। অন্য কারো নাম বলাটা আমার পক্ষে শোভা পায় না।

[ইতি আদি ...]

তো, কথা হলো, সব ফেরকাতেই শেখা বুলি আওড়ানো কিছু সদস্য থাকেন, যাঁরা অর্ধেক হজম করা মুখস্থ বুলি আউড়ে চলেন। এরকম বৈশিষ্ট্য সব দল-মত-আদর্শের মধ্যেই আছে। সেটাই স্বাভাবিক কেননা আমাদের সমাজ-পরিবার-রাষ্ট্র বাচ্চাদেরকে তো আজন্ম আনুগত্য-অনুকরণই শেখায়। নিজের মতো করে ভাবতে শেখায় না, উৎসাহ দেয় না। বাধা দেয় বরং।

সুতরাং হুক্কাহুয়া, ইয়েস স্যার না বললে তো দল-পার্টি-ফেরকা-মতাদর্শ হয় না। কিন্তু সেই একই রকম প্রবণতা নৈরাজ্যনামধারীদের মধ্যেও এক-আধটুক দেখছি ইদানীং। যেকোনো নাম ধারন করার একটা বড়ো বিপদ বোধ হয় এইখানে।

অ্যানার্কি জিনিসটা জোর দেয় সবার আগে ব্যক্তিমানুষের ব্যক্তিগত বিকাশের ওপর। আর সেরকম বিকাশের উপযুক্ত স্বাধীন সমাজের স্বপ্ন দেখে। সেই অ্যানার্কির নাম নিয়েও ব্যক্তিমানুষ যখন আধশেখা মুখস্থ বুলি আওড়ায় তখন আর আমাদের সামনে ব্যক্তি থাকে না, পাল থাকে। পাল জিনিসটা শিয়ালের জন্য ভালো। শিয়ালের প্রতি আমার কোনোই অশ্রদ্ধা নাই। অপরিচয়জনিত ভক্তি আছে বরং। শিয়াল স্বভাবতই স্বাধীন প্রাণী। তাকে স্বাধীনতার নাম ধারণ করতে হয় না। কিন্তু পাল জিনিসটা শিয়ালের জন্য ভালো হলেও মানুষের জন্য ভালো না।

মনুষ্যত্বের উন্নতির পথে সবচেয়ে বড় বিপদের নাম পাল। পাল গড়ে উঠতে পারে ভাষার নামে, জাতির নামে, ধর্মের নামে, পার্টির নামে, আদর্শের নামে। মানুষের জন্য মঙ্গলজনক হলো সমাজ। সমাজের সাথে পালের পার্থক্য আছে।

তবে শেখার চেষ্টা করছি যে, স্বাধীনতা কারো কারো জন্য শেখা বুলির স্বাধীনতাও হতে পারে বৈকি।

রাবি: ৩১শে মে ২০২০

আদি গ্রাফিক-আলাপের সূত্র:
https://archive.vn/wzqT0
https://www.facebook.com/salimrezanewton/posts/10158475425635522